কার্পাসডাঙ্গায় তিন প্রতিষ্ঠানে ৫৭ হাজার টাকা জরিমানা

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা বাজারে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে ৩ প্রতিষ্ঠানে ৫৭ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেছে।

রবিবার জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এর সার্বিক নির্দেশনা এবং চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক এর তত্ত্বাবধানে চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সজল আহম্মেদ এর নেতৃত্বে দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা বাজার এলাকায় ভ্রাম্যমাণ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

অভিযানে কার্পাসডাঙ্গা বাজারে মেসার্স হারুন স্টোর থেকে জব্দ করা হয় বিপুল পরিমাণ নকল দেশি-বিদেশি তেল ও অন্যান্য কসমেটিকস। এছাড়াও রয়েছে মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্যের উপর নতুন করে মেয়াদ বাড়িয়ে লেখা পণ্য। দোকানদার নিজেও জানেন এগুলো নকল ও মেয়াদ উত্তীর্ণ।

তারপরও তিনি ভোক্তাদের সাথে এভাবে প্রতারণা করে আসছিলেন। ভোক্তা অধিকার বিরোধী এই কার্যের জন্য প্রতিষ্ঠানটির মালিক আহসান হাবিবকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন-২০০৯ এর ৪১ ও ৫১ ধারায় ৫০,০ ০০/- টাকা জরিমানা করা হয়। এসময় জব্দকৃত মালামাল পুড়িয়ে দেওয়া হয়।

এসময় মুল্যতালিকা যথাযথভাবে প্রদর্শন না করা ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে পণ্য বিক্রয়ের জন্য মেসার্স শীলন স্টোরকে ৩৮,৪৩ ধারায় ১,০০ ০/- টাকা ও কলোনিপাড়ার মেসার্স আর এস বেকারিকে বেকারি পণ্যে অগ্রিম মেয়াদ লেখা ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্যদ্রব্য তৈরির অপরাধে ৩৭,৪৩ ধারায় ৬,০০ ০/- টাকাসহ ০৩টি প্রতিষ্ঠানকে মোট ৫৭,০০ ০/- টাকা জরিমানা করা হয়।

এসময় উপস্থিত সবাইকে এই করোনাকালীন সময়ে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার জন্য অনুরোধ করা হয়। নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের একটি টিম। জনস্বার্থে এ কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

দামুড়হুদায় লেবু চাষে লাভবান রমজান আলী

বারোমাসি সিডলেস লেবুর চাষ করে ব্যপক লাভবান হচ্ছেন চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদার হাউলি গ্রামের সফল সবজী চাষি রমজান আলী। নিজ গ্রামের মাঠে দুই বিঘা জমিতে চাষ শুরু করে ভালো লাভবান হওয়ায় এবার আরো তিন বিঘা জমিতে লেবুর চারা রোপন করেছেন।

স্বল্প শ্রম ও উৎপাদন খরচে কয়েকগুণ লাভ হওয়ায় ভিটামিন-সি সমৃদ্ধ প্রচুর রস ও সুঘ্রাণ যুক্ত এ লেবু স্থানীয় চাহিদা মিটিয়ে রাজধানী ঢাকা সহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় সরবরাহ করা হচ্ছে। এছাড়াও তিনি মরসুম হিসাবে বিভিন্ন ধরনের চাষাবাদ করে থাকেন।

লেবু চাষি দামুড়হুদার হাউলী গ্রামের মৃত নুর হক মন্ডলের ছেলে রমজান আলি জানান, ২০১৮ সালের আষাড় মাসে সিলেটে বেড়ায়ে যেয়ে সিডলেস পাতি লেবুর বাগান দেখে সে এই বাগান করার সিদ্ধান্ত নেয়। ঐ সময় সেখান থেকে ৭০ টাকা পিচ দরে ১৪ হাজার টাকায় ২’শ কলমের চার কিনে আনে। পরবর্তিতে নিজের এক বিঘা ও তিন বছরের চুক্তিতে ৩০ হাজার টাকায় এক বিঘা জমি লীজ নিয়ে ২ বিঘা জমিতে ২’শ চারা রোপন করে।

এসময় ২ বিঘা জমি লীজ নেওয়া শ্রমিক দিয়ে চারা রোপন ও পরিচর্চা বাবদ খরচ হয় ৪৫ হাজার টাকা। চারা লাগানোর ৯ মাসের পর তার বাগানে ফুল আসা শুরু হয়। ঐ বছর সে দুই লক্ষ টাকার লেবু বিক্রি করে। গাছ বাড়ার সাথে সাথে গছে ফুল ফলে ভরে যায়।

চলতি বছরের রমজান মাসে তার দেড় লক্ষ টাকার লেবু বিক্রি হয়েছে এছাড়াও প্রতি মাসে ১০ থেকে ১২ হাজার টাকার লেবু বিক্রি হয়। এই লেবু স্থানীয় ব্যবসায়ী ও ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ব্যবসায়ীরা জমি থেকে কিনে নিয়ে যায়।

এছাড়াও তিনি এই লেবু গাছে কলম করে চারা বিক্রি শুরু করেছেন। চলতি বছরে ২ বিঘা জমিতে ১৬ হাজার টাকা খরচ করে ৪ হাজার কলমের চার করে ৩০ টাকা পিচ দরে বিক্রি করছেন। এখান থেকে ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকার

চারা বিক্রি হবে।

বর্তমানে তার এই দুই বিঘা বাগানে পরিচর্চা সার, শ্রমিক মিলিয়ে এক বছরে খরচ হয় ২০ হাজার টাকা। বছরে লেবু ও চারা বিক্রি করে আসে ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার মত। চলতি বছর স্বল্প খরচে ভালো লাভবান হওয়ায় সে ১লক্ষ টাকায় ৩ বিঘা জমি লীজ নিয়ে বিভিন্ন জাতের চারা রোপন শুরু করেছে। ইতোমধ্যে প্রায় দুই বিঘা জমিতে লাগানে শেষ হয়েছে। তার দেখা দেখি অনেকেই এই সকল চাষের দিকে ঝুকে পড়েছে।

এই লেবু ছাড়া ও তার ২২ বিঘা জমিতে পেপে, ৬ বিঘা জমিতে কুল, ৬ বিঘা পেয়ারার বাগান, ছাড়াও তরমুজ, গ্রীষ্মকালিন তরমুজ, ভারতীয় বারোমাসী সজিনার ডাটা সহ বিভিন্ন ধরনের চাষাবাদ করে থাকে। সব মিলিয়ে সে একজন সফল চাষি।

উপজেলার কৃষি কর্মকর্তা মনিরুজ্জামান বলেন, আমরা নিয়মিত লেবু চাষী রমজান আলীর বাগানের খোঁজ খবর নিয়ে থাকি ও সমস্ত ধরনের পরামর্শ দিয়ে আসছি। সে এই বাগান থেকে ভালো লাভবান হচ্ছে। আমাদের পরামর্শ নিয়ে এ বছর আরো তিন বিঘা জমিতে বাগান বাড়াচ্ছে।

এই অঞ্চলের মাটি বেশ উবর্র এবং এই মাটি সব ধরণের ফসল উৎপাদনে সক্ষম। বেকার যুবকেরা চাইলেই ফসলের চাষ করে নিজেদের স্বাবলম্বী করে তুলতে পারেন। আমরা তাদের সকল ধরণের সহযোগিতা করবো।

দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে বৃক্ষরোপণের উদ্ধোধন

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে “মুজিববর্ষে” সারাদেশে এককোটি বৃক্ষের চারা রোপণ কর্মসূচির আওতায় দামুড়হুদা উপজেলায় উপজেলা প্রশাসন ও সামাজিক বন বিভাগের সমন্বয়ে বৃক্ষ রোপণ ও চারা বিতরণ করা হয়েছে।

আজ বৃক্ষরোপণ শুভ উদ্বোধন করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব

দিলারা রহমান। এসময় তিনি নিজ হাতে জনসাধারণের হাতে বৃক্ষের চারা তুলে দেন এবং সবাই কে মুজিববর্ষে অন্তত একটি করে চারা রোপনের আহবান জানান ।

সেই সাথে দামূড়হুদা উপজেলা ভূমি অফিসের পিছনের পরিত্যক্ত জায়গায় ফলজ বাগান করার অভিপ্রায়ে বিভিন্ন প্রজাতির ফলজ গাছের চারা রোপন করা হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা সহকারী কমিশনার ভুমি মহিউদ্দিন সহ উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা বৃৃৃৃন্দ।

কার্পাসডাঙ্গায় স্বাস্থ্য বিধি না মানাই পথচারীসহ দোকানে জরিমানা

সরকার ঘোষিত স্বাস্থ্যবিধি অমান্য করে শারীরিক দূরত্ব বজায় না রাখা ও মাস্ক না পরায় দামুড়হুদার কার্পাসডাঙ্গা বাজারে পৃথক পৃথক ভাবে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালিত হয়েছে। ১১ জন পথচারী ও ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে ২ হাজার ৬শ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

আজ শুক্রবার সকাল সাড়ে ১০ টায় কার্পাসডাঙ্গা বাজারে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে ৯ জন পথচারী ও ব্যবসায়ীর কাছ থেকে এ ১হাজার ৩শ টাকা জরিমানা আদায় করেছেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান।

এ সময় উপস্হিত ছিলেন পেশকার জিহন আলী ও দামুড়হুদা মডেল থানার এএসআই মসলেম উদ্দীন প্রমুখ।

অপরদিকে আজ শুক্রবার বেলা সাড়ে ১১ টার দিকে জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জান্নাতুল ফেরদৌস কার্পাসডাঙ্গা ব্রীজ মোড়ে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন।ভ্রাম্যমাণ পরিচালনায় দুই ব্যবসায়ীকে বিভিন্ন ধারায় ১হাজার ৩শ টাকা জরিমানা করেন।

এ সময় উপস্হিত ছিলেন পেশকার রুমানা আক্তার সহ একদল আনসার

সদস্য।তিনি পথচারীদের সতর্ক করে বলেন সরকার ঘোষিত স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার জন্য ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টির পাশাপাশি জেলা প্রশাসকের পক্ষ থেকে মাস্ক বিতরণ করা হয়েছে।

জনস্বার্থে ও করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ এবং নির্মূল করতে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

দামুড়হুদায় সি আর সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামী আটক

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা থানা পুলিশের অভিযানে ০৬ মাসের সিআর সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামি আব্দুল হান্নান আলীকে আটক করেছে দামুড়হুদা থানা পুলিশ।

বৃহস্পতিবার (১৬ জুলাই) দুপুর ১ টার দিকে আটক করা হয়। আটককৃত আব্দুল হান্নান দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের কুতুবপুর গ্রামের নসকর শেখের ছেলে।

থানা পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দামুড়হুদা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো: আব্দুল খালেক এর নেতৃত্বে এএস আই মো: বিল্লাল হোসেন, এএস আই মো: মুজিবর রহমান, সঙ্গীয় ফোর্সসহ, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কুতুবপুর গ্রামে নিজ বসত বাড়ীতে অভিযান চালিয়ে আটক করা হয়।

আটককৃত আব্দুল হান্নান আলীর দামুড়হুদা থানায় ১টি মামলায় আদালত তাকে ০৬ মাসের কারাদণ্ড দেন। এরপর থেকে আব্দুল হান্নান পলাতক ছিলেন।

দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশের একটি দল আজ দুপুর ১ টার দিকে গোপনে নিজ বাড়িতে অভিযান চালিয়ে আটক করেছেন বলে জানান পুলিশ।

দামুড়হুদায় শতাধিক পরিবার পানিবন্দি

দামুড়হুদা পুরাতন হাউলী, চিৎলা ও কোষাঘাটা এই তিন গ্রামের প্রায় শতাধিক পরিবার এক সপ্তাহ পানিবন্দি অবস্থায় দিনপার করছেন। মুসল্লীরা আসতে পারছেন না মসজিদে। রান্নার চুলার মধ্যেও জমে রয়েছে পানি।

অনেকেই রান্না করতে না পেরে মানবেতন জীবনযাপন করছেন। খবর পেয়ে পরিদর্শনে যান দামুড়হুদা উপজেলা চেয়ারম্যান আলি মুনছুর বাবু। তিনি গতকাল বুধবার সকাল সাড়ে ১০ টার দিকে পুরাতন হাউলীর মাঠপাড়ায় যান। মাঠপাড়ার প্রতিটি বাড়ির সামনে হাটুসমান পানি জমে থাকতে দেখা যায়। জমে থাকা পানি অপসারণের লক্ষে তিনি তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ নেন এবং বন্ধ করে দেয়া সরকারি খালের মুখ খুলে দেয়ার জন্য কথা বলেন। এ ছাড়া ওই মহল্লায় দীর্ঘস্থায়ী সমাধানের জন্য ড্রেন নির্মাণ করে দেয়ার প্রতিশ্রতি ব্যক্ত করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী লীগ নেতা আনছারআলী বিশ্বাস, শাসমুল ইসলাম, কলিম উদ্দীন কলম, দামুড়হুদা উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি জামিরুল ইসলাম, সৈয়দ মাসুদুর রহমান খোকনসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

তিনি বেলা সাড়ে ১১ টার দিকে চিৎলা গ্রামে যান এবং প্রায় এক কিলোমিটার রাস্তায় জমে থাকা হাটুসমান পানি অপসারণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুল করিম মেম্বার, হাজি আব্দুল কাদির, রফিকুল ইসলাম রফিক, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক সাহেব আলী, দামুড়হুদা উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক সাজু আহম্মেদ রিংকুসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

এ দিকে দামুড়হুদা কোষাঘাটা গ্রামের বেশ কয়েকটি বসতবাড়ির ওঠানে হাটু সমান পানি জমে থাকতে দেখা গেছে। প্রায় এক সপ্তাহ যাবত পানি জমে থাকায় চরম মানবেতর জীবনযাপন করছেন ওই সমস্ত ভুক্তভোগী পরিবারের লোকজন।

বজ্রপাতে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে খাদ্য এবং আর্থিক সহায়তা প্রদান

দামুড়হুদার বড়দুধপাতিলায় বজ্রপাতে ক্ষতিগ্রস্থ একই পরিবারে আহত সদস্যদের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিতকরণের জন্য পাঁচ হাজার টাকা প্রদান করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দিলারা রহমান।

রবিবার তিনি ওই পরিবারে গিয়ে তাদের এ সহায়তা প্রদান করেন। পাশাপাশি খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয় (১০ কেজি চাল, ৩০ টি ডিম, ১ লিটার তেল, ১ কেজি মসুরের ডাল, ১কেজি লবণ, ১ কেজি পেঁয়াজ, ১ কেজি রসুন)।

যেকোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা অন্য যেকোনো সামাজিক সমস্যা তাৎক্ষণিক উপজেলা প্রশাসনকে অবহিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করার কথা জানান।

দামুড়হুদায় যুবলীগের বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচি পালন

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার আওয়ামী যুবলীগের আয়োজনে বৃক্ষ রোপণ করা হয়েছে।

গতকাল রবিবার সকাল ১১ টার সময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে সারা দেশে গাছ রোপণ করার আহবান জানিয়েছেন।

‘মুজিবর্ষের আহবান, ৩টি করে গাছ লাগান’এ স্লোগানকে সামনে রেখে সকলকে অংশগ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি নেতাকর্মী আগামী

৩ মাস (আষাঢ়, শ্রাবণ ও ভাদ্র) সময়ের মধ্যে কমপক্ষে ৩টি (বনজ, ফলজ ও ভেষজ) বৃক্ষ রোপণ করবেন। সৃষ্টির বুকে প্রাণিকূলের বেঁচে থাকার পেছনে বৃক্ষের রয়েছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

বৃক্ষ মূলত পরিবেশ, আবহাওয়া ও জলবায়ুর ভারসাম্য বজায় রাখে। বন্যা, খরা, ঝড়, টর্নেডো, জলোচ্ছ্বাস, ওজনস্তর ক্ষয়, ভূমিক্ষয়, জলবায়ু পরিবর্তন, শব্দদূষণ, মাটিদূষণ, পানিদূষণ, বায়ুদূষণ প্রতিরোধ করে। এক কথায় প্রকৃতির অমূল্য ও প্রধান সম্পদ হচ্ছে বৃক্ষ।

পৃথিবীকে বসবাসের উপযোগী করতে ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের করাল গ্রাস থেকে দেশকে রক্ষা করতে বৃক্ষরোপণের কোনো বিকল্প নেই। তাই বৃক্ষরোপণ কার্যক্রমের মাধ্যমে দেশের সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আশপাশে, উঁচু-নিচু পতিত জমি, রাস্তার পাশে, নদীর পাড়ে গাছ লাগানো অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

এই বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা আওয়ামী যুবলীগের আহবায়ক নঈম হাসান জোয়াদ্দার, হাউলী ইউনিয়ন আওয়ামী যুবলীগের আহ্বায়ক জহিরুল ইসলাম ফকির, যুগ্ন আহবায়ক লিপন, দামুড়হুদা উপজেলা যুবলীগের অন্যতম নেতা মালেক ভূঁইয়া , মহাসিন , জাহাঙ্গীর, বাঁধন, হাউলী ইউনিয়ন যুবলীগের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের নেতা আনারুল ইসলাম আকাশ,বকুল, সাব্বির প্রমুখ।

কুড়ুলগাছিতে সাংবাদিক আলমগীর ‘র উদ্যোগে ছাত্রলীগের মাঝে ফুটবল বিতরণ

দামুড়হুদা উপজেলার কুড়ুলগাছি আনান্দ বাজার পাড়ায় দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকার দামুড়হুদা প্রতিনিধি সাংবাদিক আলমগীর’র উদ্যোগে ছাত্রদের মাঝে ফুটবল বিতরণ করা হয়েছে।

গতকাল রবিবার বিকাল ৫ টার সময় কুড়ুলগাছি ইউনিয়নের বুইঁচিতলা

গ্রামের ছাত্রদের মাঝে ফুটবল বিতরণ করেন। এলাকার গরীব দু:খী মানুষের পাশে থেকে সহযোগীতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন সাংবাদিক আলমগীর।

এসময় তিনি বলেন,খেলাধুলা ছাত্র- ছাত্রীদের মন প্রফুল্ল রাখতে সহায়তা করে, মাদকের নেশা থেকে বিরত রাখে। ছাত্রদের উদ্দ্যেশে আরও বলেন, তোমরা মনযোগ দিয়ে পড়া-লেখার পাশাপাশি নিজেদের এলাকায় ছোট-ছোট মাঠে ফুটবল, ভলিবল, ক্রিকেট খেলে আগামী দিনে জাতীয় পর্যায়ে খোলার সুযোগ পেতে পারো।

ফুটবল বিতরণের সময় উপস্থিত ছিলেন কুড়ুলগাছি ইউনিয়ন আ: লীগের সহ সভাপতি তারিক রহমান, ছাত্রলীগ সদস্য ফিরজ, বাসার, সজিব, ইমরান, তাহের, মাফুজুর রহমান, মনিরুল, শাহিন, রবিউল, ফারুক, ইসমাইল ইসলাম সহ সকল নেতৃবৃন্দ।

দামুড়হুদায় একজন করোনা রোগী এবং তার প্রতিবেশীর প্রশ্নবিদ্ধ আচরণ

দামুড়হুদার জয়রামপুর গ্রামের জনৈক ব্যক্তি করোনা আক্রান্ত হয়ে একদিকে শারিরীক কষ্টের মধ্যে দিন যাপন করছেন অপরদিকে, তার প্রতিবেশীর অমানবিক আচরণে প্রতিনিয়ত অসহায় এবং শংকার মধ্যে রয়েছে তার পুরো পরিবার।

এমনকি আর্থিকভাবে স্বচ্ছল হলেও তার পুরো পরিবার ঘর হতে বের হতে না পারার কারণে খাদ্য সংকটেরও সম্মুখীন। সহযোগীতার হাত বাড়িয়ে দেয়নি প্রতিবেশীরা।

শুক্রবার ৩ জুলাই উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাদের চাল, ডাল, ডিম, তেলসহ যাবতীয় খাদ্য সহায়তা পৌঁছে দেওয়া হয়।

এসময় দেখা যায় সমাজের দ্বিমুখী চিত্র। যে প্রতিবেশীরা করোনা রোগীকে নিদারুণ ঘৃণা করছে, মানসিক নির্যাতন করছে, সেই

মানুষগুলি-ই নিজেরাই মানছে না স্বাস্হ্য বিধি। আজ সেই অমানবিক ব্যক্তিদের বলা হয়েছে করোনা আক্রান্ত পরিবারের সাথে মানবিক আচরণ করতে হবে। অন্যথায়, তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্হা নেওয়া হবে।

আসুন আমরা নিজে সচেতন হই। করোনা আক্রান্ত ব্যক্তিকে সমাজচ্যুত করার চিন্তা না করে তাদের প্রতি মানবিক আচরণ প্রদর্শন করি।